চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৪ জুন ২০২২

সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় মেয়র

সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে পরিবহণ সংশ্লিস্ট সকলকে ও পথচারীদের সড়ক আইন মেনে চলা আবশ্যক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ব্লুমবার্গ ফিনেল থ্লোফিসের সাথে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা আজ মঙ্গলবার সকালে টাইগারপাসস্থ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র মো. রেজাউল করিমে চৌধুরী। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটনের পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) শ্যামল কুমার নাথ, উপ-পুলিশ কমিশনার জয়নাল আবেদীন, সওজ তত্ত্বাধায়ক প্রকৌশলী মো. জাহিদ হোসাইন, বিআরটিএ পরিচালক সাদিকুর জ্জামান ভূঁইয়া, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, মেয়রের একান্ত সচিব মোহাম্মদ আবুল হাসেম, ব্লুমবার্গ ফিনেল থ্লোফিসের পরিচালক ক্যালি লারসন, জিআরএসপি ম্যানেজার তাইফুর রহমান, ডব্লিউআরআই প্রতিনিধি ধাওয়াল আছার, প্রিয়াংকা শুক্লান, চেতন পাদ্মাকার, কানিজ ফাতেমা, পিএসসি জ্যৈষ্ঠ উপদেষ্টা টম কোরাল, আঞ্চলিক উপদেষ্টা ইলেনা ভেন ডি ব্লাক, কান্ট্রি ম্যানেজার মো. নাসির উদ্দিন, সিনিয়র ভাইটাল স্ট্রাটেজির উপ পরিচালক জিয়াও জিং ওফাং, প্রতিনিধি সারা হোয়াইট হেড, আবদুল গফুর এম বাছানি, জন্স হপকিনন্স ব্লুমবার্গ স্কুল ও পাবলিক হেল্থের প্রতিনিধি নিশাত প্যাটেল, ফুউংফেঞ্জ লি, সি আর পিআরবি পরিচালক ড. সেলিম মাহমুদ চৌধুরী ও কাজী বোরহান উদ্দিন প্রমুখ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নগরীর জন্য একটি অগ্রধিকার বিষয়। সড়কে দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রনের পাশাপাশি সড়ক ব্যবহারকারীদের তথা পথচারী ও সবধরণের যানবাহনের চালকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরী। তিনি বলেন, ট্রাফিক আইন আছে কিন্ত প্রয়োগের বিষয়টি যথাযথ হয়না বিধায় সড়ক দুর্ঘটনারোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ট্রাফিক আইনের সঠিকভাবে প্রয়োগ করা, সড়কের নকশা উন্নতকরণ, নিরাপদ অবকাঠামো নির্মাণ, সড়কে দুর্ঘটনার কারণ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণের বিষয়টিও নজরদারি করতে হবে। এলক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ব্লুমবার্গ ফিনেল থ্লোফিসের সাথে ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে আজ এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি বলেন, নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ, সড়ক ও জনপদ, বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট সবসংস্থা সমন্বয়ের প্রয়োজন। সড়ক দুর্ঘটনা জনিত জীবনহানি এবং শারীরিক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে এনে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতে পরিবহণ মালিক, শ্রমিক, যাত্রী সড়ক আইন ও বিধিবিধান জানাতে এবং মানতে হবে।

ব্লুমবার্গ ফিনেল থ্লোফিসের পরিচালক ক্যালি লারসন বলেন, সড়ক নিরাপত্তা সারা বিশ্ব গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করছে। সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে আমরা ৫০টিরও বেশি দেশে কাজ করছি। ইতোমধ্যে আমরা বাংলাদেশের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাথে মতবিনিময় ও করনীয় নিয়ে আলোচনা করছি। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সড়ক নিরাপত্তার বিষয়ে ১৬টি স্থানের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, চলক ও পথচারীদের অসতর্কতা, ফিটনেস বিহীন যানবাহন, অনুপযুক্ত সড়ক সর্বোপরি গতি নিয়ন্ত্রণে অবসাবধানতা কারণে বেশিরভাগ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। আজকের এ মতবিনিময় সভার মধ্যে দিয়ে কিছু করনীয় সুস্পষ্ট হয়েছে। তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে সংবাদ কর্মীদের সাথে মতবিনিময়ে আগ্রহী একই সাথে চালক ও যানবাহনের মালিকসহ সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি ট্রাফিক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ এবং

রাস্তা যানচলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য ফুটপাতে পথচারীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করা এবং সর্বসাধারণের ট্রাফিক আইনের ধারনা থাকা এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থাও বাঞ্চনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

বাইশ মহল্লা সর্দার কমিটির স্মারকলিপি গ্রহণকালে মেয়র

নগর উন্নয়নে বাইশ মহল্লা কমিটির মতামতকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, নগর বাইশ মহল্লা সর্দার কমিটির পরামর্শক্রমে চৈতন্য গলি কবরস্থানের দেয়াল পাকাকরনের কাজ অবিলম্বে শুরু করা হবে। এছাড়া নগরীতে কোন ধরনের গৃহকর বৃদ্ধি না করে শুধুমাত্র করের আওতা বৃদ্ধি করে যেমন আগে একতলা বিশিষ্ট ভবন এখন পাঁচ তলা সেই বর্ধিত অংশের কর আদায় করা হবে। এক্ষেত্রে ভ্যালুয়েশনের তারতম্য হলে তা আপিলের মাধ্যমে সংশোধন করে সহনশীল পর্যায়ে আদায় করা হবে। মূলকথা হলো নগরবাসীকে কোনরকম করের বাড়তি বোঝা বহন করতে হবেনা। তিনি নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে নগর বাইশ মহল্লা কমিটির সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আপনারা হলেন নগরীর আদিবাসী। এই নগর সুন্দর হলে তার কৃতিত্ব আপনাদের। নগর সুন্দর রাখতে আপনাদের ভূমিকা অপরিহার্য। তাই আপনাদের পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে নগরীকে সাজানো হবে। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিশাল অংকের অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ যোগান দিতে হলে সরকার নির্ধারনকৃত ২৬টি খাত থেকে কর আদায় করতে হবে। এই উদ্যোগ সফল হলে নগরবাসীকে উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান করা সহজ হবে। তিনি আজ বিকেলে বাটালি হিলস্থ সিটি কর্পোরেশনের অস্থায়ী কার্যালয়ে তাঁর দপ্তরে নগর বাইশ মহল্লা সরদার কমিটির সভাপতি মোঃ ইউসুফ সর্দারের নেতৃত্বে কমিটির একটি প্রতিনিধি দলের সাক্ষতকালে একথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র আব্দুস সবুর লিটন, কাউন্সিলর আব্দুস সালাম মাসুম, মোহাম্মদ আতাউল্লাহ চৌধুরী, নুর মোস্তফা টিনু, মহল্লা সর্দার কমিটির এস এম শওকত হোসেন, সুফী জাহিদ হোসেন, আলহাজ্ব মো. আলী বক্স, সালাউদ্দিন ইবনে আহমেদ, মো. নুরুল আবছার, মোহাম্মদ তারেক, জাহিদ হোসেন, মোহাম্মদ শাহজাহান, নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

বাইশ মহল্লা কমিটির সভাপতি মোঃ ইউসুফ সর্দার বলেন, নগরবাসী কোনরূপ বাড়তি করের বোঝা নিতে পারবে না। সহনীয় পর্যায়ে কর গ্রহণ করা গেলে করদাতাগণ কর প্রদানে উৎসাহিত হবেন।তিনি বলেন, গৃহকর মূল্যায়নে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। এই অসঙ্গতিগুলো দূরীকরণে সঠিক পদক্ষেপ নিলে কর আদায়ের হার বাড়বে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন এবং চৈতন্য গলি কবরস্থান দ্রুত সংস্কারের বিষয়ে মেয়রের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

ইপিআই কার্যক্রম শতভাগ অর্জনের লক্ষে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি এলাকায় ইপিআই কার্যক্রম শতভাগ অর্জন করার নিমিত্তে ইউনিসেফের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী কর্ম কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন বিষয়ক এক কর্মশালা গতকাল সকালে নগরীর কাজীর দেউরিস্থ ব্রাক লার্ণিং সেন্টারে চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, স্বাস্থ্য বিভাগীয় উপ পরিচালক ডাঃ মোহাম্মদ সাখাওয়াৎ উল্লাহ, সিভিল সার্জন চট্টগ্রাম ডাঃ মোহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সার্ভেলেন্স ইম্যুনেজাশান ডাঃ মোঃ সরওয়ার আলম, ইউনিসেফের কনসালটেন্ট ডাঃ প্রসূন রায় ফ্যাসিলেটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জোনাল মেডিকেল অফিসার ডাঃ তপন কুমার চক্রবর্তী, ডাঃ সূমন তালুকদার, ডাঃ আকিল মাহমুদ নাফে প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্য প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, এই কর্মশালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে সঠিক দিক নির্দেশক মূলুক একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্প ও স্বাস্থ্য বাজেট প্রণয়ন করে ইপিআই কর্যক্রমকে গতিশীল ও তরান্বিত করার আহবান জানান। উল্লেখ্য এই কর্মশালায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার জনের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফিসহ জরিমানা আদায়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে সদরঘাট রোডে পরিচালিত অভিযানে রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনার দায় এবং জনগণের চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অপর অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে রাজস্ব সার্কেল-১ এর আওতাধীন নাসিরাবাদস্থ চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্সে পরিচালিত অভিযানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ৪৩ হাজার, আয়কর বাবদ ৩০ হাজার ও ভ্যাট বাবদ ৬ হাজার ৪ শত ৪৯ টাকা আদায় করা হয়। এই সময় ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনার দায়ে ৭ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একই আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ৩ ব্যক্তিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩